০৫-০৭-১৬ প্রাত :মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবার এরকম কোনো চাহিদা নেই বাচ্চারা বড় হয়ে আমার সেবা করবে , তিনি কখনও বৃদ্ধ হনই না , বাবাই একমাত্র নিষ্কাম সেবাধারী "

প্রশ্নঃ - ভোলানাথ শিববাবা আমাদের সব বাচ্চাদের অনেক বড় গ্রাহক -কিভাবে ?

উত্তরঃ -বাবা বলেন আমি এমনই ভোলা গ্রাহক , যে তোমাদের সব পুরানো জিনিস আমি কিনে নিই আর তার পরিবর্তে তোমাদের নতুন নতুন জিনিস দিই । তোমরা বলো- বাবা , এই তন -মন -ধন সব আপনার , তাই তার পরিবর্তে তোমরা সুন্দর দেহের অধিকারী হও আর অপার ঐশ্বর্যের প্রাপ্তিও হয় ।

গীত :-ভোলানাথের মতো অনন্য . . .

ওম্ শান্তি । ভক্তিমার্গে এই গীত গাওয়া হয় । গীত যা কিছু আছে তা সব ভক্তিমার্গের , এই গীতেরও অর্থ বাবা বুঝিয়ে দেন । বাচ্চারাও বুঝে যায় ভোলানাথ কাকে বলা হচ্ছে । দেবতাদের ভোলানাথ নামে সম্বোধন করা হয়না । গানের কলিতে আছে , সুদামা দু'মুঠো অন্ন দান দেওয়ায় তার মহল প্রাপ্তি হয়েছে । তাও ২১ জন্মের জন্য । এখন বাচ্চারা বুঝেছে বাবা এসে ভারতবাসীকে কল্পে কল্পে হীরে -জহরতের মহল প্রাপ্ত করান । কিসের পরিবর্তে বাবা এসব দিয়ে থাকেন । বাচ্চারা বলে - বাবা তন -মন- ধন সব কিছু আপনার , আপনিই দিয়েছেন । কারও ঘরে বাচ্চা জন্মালে বলে ভগবান দিয়েছেন । ধন প্রাপ্তিতেও বলে , বাবা আপনি দিয়েছেন । এই সকল কথা আত্মাই বলে থাকে । ভগবান অর্থাত্ বাবা সবকিছু দিয়েছেন । বাবা বলেন - তোমাদের সবকিছু এখন দিয়ে দিতে হবে । তার পরিবর্তে আমি তোমাদের খুব সুন্দর তনের অধিকারী বানাব , অপার ধনের তোমরা মালিক হবে । কিন্তু এতকিছু দেবেন কাকে , নিশ্চয়ই বাচ্চাদেরই দেবেন । লৌকিক বাবার কাছ থেকে স্বল্পকালীন মেয়াদের ধন প্রাপ্তি হয় । বেহদের বাবা বেহদের রাজ্যভার আমাদের হাতে তুলে দেন । বাবা বারবার বলেন জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে দিন -রাতের তফাৎ । ভক্তির প্রাপ্তি সর্বদা অল্পকালের । অর্থ থাকলে সুখ থাকে আর অর্থ না থাকলে মানুষ কত দুঃখী হয়ে যায় । বাচ্চারা জানে ,বাবা আমাদের অফুরন্ত ধন-সম্পদ দেন ,এইজন্য খুশিও হয় । সুখধামে সুখের কোনও অভাব নেই , প্রত্যেকের নিজের -নিজের রাজধানী । একেই বলা হয়ে থাকে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম । তবেই দেখ বাবা কেমন ভোলা , কি নিচ্ছেন আর কি দিচ্ছেন । কত শ্রেষ্ঠ গ্রাহক , বাবা ! এমনিতেও বাবা বাচ্চাদের গ্রাহকই হন । বাচ্চা জন্মানোর সাথে সাথে সারা স্থাবর -অস্থাবর সব সম্পত্তির মালিকানা তার হয় । সে হয় হদের গ্রাহক , ইনি হলেন বেহদের গ্রাহক ভোলানাথ ।

বেহদের বাচ্চাদের গ্রাহক । বাবা বলেন - আমি পরমধাম থেকে এসেছি , পুরানো সবকিছু তোমাদের থেকে গ্রহণ করে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে গিয়ে সবকিছু তোমাদের দিই , কোনরকম দুঃখ -দৈন্যতার লেশমাত্র থাকে না । এইজন্য তিনি দাতা । আর এঁনার মতো দাতাও কেউ হয়না । নিষ্কাম সেবা করেন । বাবা বলেন -আমি কামনা- বাসনা রহিত । আমার কোনও কিছুতে লোভ -লালসা নেই । আমি এরকম কিছু তো বলিও না । বাচ্চাদের কাজ হলো বুড়ো বাবার তত্বাবধান করা , আমিও তোমাদের দেখাশোনা করেছি । না , গৃহস্থ জীবনে এরকমই একটা নিয়ম চলে আসছে - বাবা বৃদ্ধ হলে বাচ্চারা তাঁর দায়িত্বভার সামলাবে । এই বাবা তো কখনও বৃদ্ধ হননা , চিরযুবা । আত্মারও কখনও বয়স বাড়েনা । এটা সকলেই জানে , লৌকিক বাবা সন্তানের কাছে আশা করে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর সন্তানই তাঁর সেবা করবে । যদিও -বা বাবা সবকিছু বাচ্চাদের দিয়ে দেন তবুও সেবা করার দরকার হয় । শিববাবা বলেন -আমি অভোক্তা । আমি কখনও খাদ্য গ্রহণ করিনা । আমি আসিই বাচ্চাদের জ্ঞান শোনাতে সুপ্রিম রুহ্ , রুহ্ কো অর্থাত্ পরমাত্মা আত্মাদের সম্মুখে বসে জ্ঞান দান করেন । রুহ্-ই শোনে এবং সব কথা রুহ্-ই বলে । সংস্কার রুহ্ সঙ্গে নিয়ে যায় , যার আধারে আত্মার দেহ প্রাপ্তি হয় । অর্থাত্ যে আত্মা যেমন সংস্কার আয়ত্ব করতে পারবে সে সেরকম দেহ প্রাপ্ত করতে পারবে । এখানে মানুষ বিভিন্নরকম মত পোষণ করে । কেউ বলে রুহ্ আর পরমাত্মা এক । এদের ওপর কোনোকিছুর প্রলেপ পড়েনা । আত্মা হলো নির্লেপ । যদি আত্মা নির্লেপ হয় তাহলে পাপ আত্মা , পুণ্য আত্মা এই কথার উদ্ভব হয় কি করে ! আত্মা নির্লেপ হলে তো স্বাভাবিকভাবে বলাই যায় পাপ শরীর বা পুণ্য শরীর । এখন তোমরা জেনেছ , সকল আত্মাদের রুহানি বাবা , আত্মাদের পড়াচ্ছেন , এই ব্রহ্মাতনের দ্বারা । আত্মাকেও তো ডাকা হত ব্রাহ্মণ শরীরের মধ্যে , বলা হত আমাদের বাবার আত্মা এসেছে , খাবারের স্বাদ আস্বাদন করত করানো হয় , আত্মা আসে । কোথাও তো আত্মা বিরাজমান হবে । ব্রাহ্মণ ইত্যাদি লোকেদের খাওয়ানো , ভারতে অত্যন্ত সহজ সরল একটা ব্যাপার । আত্মাকে ডাকা হত , যে বিশেষ ব্যক্তির আত্মা তার সম্পর্কে বা তার সম্পর্কিত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কিছু সত্যি কথাও সামনে আসত । এই পিণ্ড ইত্যাদি খাওয়ানো - এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । বাবা সারসংক্ষেপে ড্রামার রহস্য বুঝিয়ে দেন । ড্রামা-রহস্য এতই বিশাল যার বিশদ ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয় । এক -এক জনকে বোঝাতে বছর পার হয়ে যাবে । তোমাদের- বাচ্চাদের খুব সহজভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় । গাওয়া হয় পতিত-পাবন এসো , এসে আমাকে পবিত্র বানাও । ওঁনার নামই পতিত-পাবন । ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শঙ্করকে পতিত-পাবন বলা যাবে না । বাবাকেই পতিতপাবন, মুক্তিদাতা বলা হয় । দুঃখহর্তা , সুখকর্তাও ওঁনাকেই বলা হয়ে থাকে । উঁনি নিরাকার । শিবের মন্দিরে গেলে দেখা যায় সেখানে শিবলিঙ্গ-এর পূজা হচ্ছে । নিশ্চয়ই শিব সম্পর্কে জ্ঞান ছিল তাই তো পূজা করছে । এই দেবতারাও জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন তবেই তো তাঁদের মহিমা গাওয়া হয় । নেহরুর সচেতনতা ছিল বলেই তাঁর ছবি ছাপিয়ে বন্দনা করা হয় । সমাজিক জীবনে কেউ ভালো কাজ করলে তার ছবি বানিয়ে তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয় । পবিত্রতার-ই পূজা হয় । কোনও মানুষের পূজা হতে পারেনা । বিকার থেকে জন্মের উত্পত্তি সেই কারনে মানুষের পূজা সম্ভব নয় ।

পূজা দেবতাদের হয় , যাঁরা সর্বদা পবিত্র থাকেন । তোমরা জানো বাবা পূর্ব কল্পেও এসেছিলেন এখন আবার এসেছেন এই কল্পের সঙ্গমে - স্বর্গের স্থাপনা করতে । তারপরে আবারও রাবণ রাজ্য শুরু হবে দ্বাপর থেকে । রাবন রাজ্য শুরু হতেই শিব মন্দিরও বনানো শুরু হয়ে যায় । এখন তো জ্ঞানযুক্ত হয়ে জ্ঞান শোনাচ্ছে - উঁনি সত্ , সর্বজ্ঞানসম্পন্ন । ওঁনারই মহিমা -কীর্তন গাওয়া হয়- নিরাকারের শরীরের প্রযোজন হয় । বাবাই এসে বিশ্বকে হেভেন বানিয়ে তোলেন এবং সেই হেভেন - এ রাজ্য করার জন্য তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করছ । স্বর্গবাসী, তোমরা তৈরি হচ্ছ । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর । কিন্তু সেই জ্ঞান শোনাবেন কি করে ? বলেন , আমি এই ব্রহ্মাতনে এসেছি , ড্রামাতে এটাই আমার পার্ট । আমি প্রকৃতির আধার নিই । ইনি ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে এঁরই অন্তিম জন্মের এই শরীরে আমি প্রবেশ করি এবং নাম রাখি ব্রহ্মা । প্রথম - প্রথম এঁরা ভাট্টিতে যখন ছিলেন তখন অনেকের নাম দেওয়া হয়েছিল , কিন্তু অনেকেই ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ায় নাম রাখার আর প্রয়োজন পড়েনি । তোমরা সেসব নাম শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে । একই সাথে কত সুন্দর সুন্দর নামের সব আসত । বার্তাবাহক নামের সব লিস্ট নিয়ে আসত । সেই লিস্ট অবশ্যই রাখা উচিত্ । সন্ন্যাসীও যখন সন্ন্যাস নেয় তখন তারও নাম বদল হয়ে যায় । ঘর -সংসার সবকিছু ছেড়ে দেয় । তোমাদের কিছু ছাড়তে হয়না । তোমরা ব্রহ্মার কাছে এসে জ্ঞান ধারন করে ব্রাহ্মণ তৈরি হও । তোমরা সকলে শিববাবার তো হওই , আবার ব্রহ্মারও হও । এইজন্য তোমরা বলো বাপদাদা । সন্ন্যাসীদের এরকম কোনও কিছু হয়না । যদিও- বা নাম বদলে যায় তথাপি বাপদাদাকে পায়না । ওরা শুধু গুরুকে পায় । হঠযোগী হদের সন্ন্যাসী আর রাজযোগী বেহদের সন্ন্যাসী এই দুইয়ের মধ্যে দিন -রাতের পার্থক্য । গায়নও আছে জ্ঞান , ভক্তি আর বৈরাগ্য । তাদেরও বৈরাগ্য আছে কিন্তু তাদের বৈরাগ্য ঘর-সংসারের । তারা জানতেই পারেনা সৃষ্টির পরিবর্তন হয় । তোমাদের বেহদের বৈরাগ্য অর্থাত্ নির্লিপ্তি । এই সৃষ্টির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া তৈরি হচ্ছে । ওখানে যেতে হবে , কিন্তু পবিত্র না হয়ে ওখানে যাওয়া যাবেনা । মনে এই বিচার চলতে থাকে প্রত্যেক কল্পের নতুন দুনিয়ায় দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছিল ,যা বাবা এখন স্থাপন করছেন । তোমরা জানো যে শিববাবাকে স্মরণ করলে আমরা পুণ্য আত্মা হয়ে যাব । এটা তো খুব সহজ কিন্তু স্মরণ করতেই ভুল হয়ে যায় । ভক্তি মার্গের রীতিনীতি একেবারে আলাদা । নিজের ঘরে কেউ ফিরতে পারবেনা যতক্ষণ না পুনর্জন্ম হচ্ছে। পুনর্জন্ম সবাইকে নিতে হবে । এক সময়তেই সকলকে ঘরে ফিরতে হয় । মৃত্যু হলে অনেকে বলে থাকে অমুকের মোক্ষ প্রাপ্তি হয়েছে , এসবই গল্প । বাবা বলেন - কোনও আত্মা মাঝপথ থেকে ফিরতে পারবে না । এরকম হলে সৃস্টির এই খেলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে । প্রত্যেককেই সতো , রজো, তমো এই ভাবে পর্যায়ক্রমে আসতেই হবে । মোক্ষ প্রাপ্ত করতে অনেকে আসে , বোঝানো হয় মোক্ষ প্রাপ্ত করা যায়না । অনাদিকালের ড্রামা , যা পূর্ব পরিকল্পিত , তা বারবার রিপিট হচ্ছে এবং পরেও হবে । এই ড্রামার কোনও অধ্যায় পরিবর্তিত হওয়ার নয় । একটা মাছিও এখান থেকে চলে গেলে পাঁচ হাজার বছর পরে এটা আবারও এইভাবে এখান থেকে যাবে । এতো জানা আছে বাবা কত ভোলা ! পতিতপাবন বাবা পরমধাম থেকে আসেন নিজের ভূমিকা পালন করতে । তিনিই

বোঝান এই ড্রামা কিভাবে তৈরি হয়েছে , এর মুখ্য চরিত্রে কে কে আছে । যেমন জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সাহুকার কে ? ওরা বলবে আমেরিকা । কিন্তু তোমরা জানো স্বর্গে সবচেয়ে বড় সাহুকারের ভূমিকা এই লক্ষ্মী -নারায়ণের । তোমরা পুরুষার্থ করছ ভবিষ্যতের জন্য , সবচেয়ে বড় বিত্তশালী (সাহুকার) হতে । এ এক প্রতিযোগিতা । এই লক্ষ্মী -নারায়ণের মতো বিত্তবান (সাহুকার) কি কেউ হতে পারবে? আলাদীন ও তার আশ্চর্য প্রদীপের গল্প তৈরি করেন । প্রদীপ ঘষে কুবেরের খাজানা পাওয়া যায় । এইরকমই বিভিন্ন রকমের নাটক বানানো হয়া এখন তোমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো এই শরীর ছেড়ে স্বর্গে যাব । আমরা কারুনের ধন - সম্পদের অধিকারী হব । বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে মায়া একেবারে সরে যাবে । বাবাকে স্মরণ না করলে মায়া সমস্যার পাহাড় খাড়া করে দেয় । অনেকে বলে - বাবা আমার কাছে অনেক মায়ার তুফান আসে । আচ্ছা ! বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করলে তুফান চলে যাবে । বাকি নাটক ইত্যাদি বাবা বানিয়েছেন । এইসবে মনে রাখার মতো কিছু নেই । বাবা কত সহজে বলেন - শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো , তবেই তোমাদের ওপরে যে খাদ পড়েছে তা বেরিয়ে যাবে আর কোনও কষ্ট সইতে হবেনা । আত্মা যে খাঁটি সোনা ছিল ,তা এখন মেকি হয়ে গেছে ,আবার খাঁটি সোনা হবে - স্মরণের এই অগ্নি শিখায় । আগুনে না পুড়ালে সোনা পবিত্র হতে পারবে না । একেও যোগ অগ্নি বলা হয় । শুধুই স্মরণের কথা । ওরা অনেকপ্রকারের হঠযোগ শেখায় । তোমাদের বাবা বলেন - উঠতে বসতে স্মরণ করো । আসন ইত্যাদি কতদূর বিছাবে । এতো চলতে ফিরতে কর্ম করতে স্মরণে থাকতে হবে । যদিও বা অসুস্থ থাকো এখানে শুয়েই স্মরণ করতে পারো৷ শিববাবাকে স্মরণ করো আর চক্র ঘুরাও ,ব্যস্ শুধু এইটুকু । ওরা আবার লেখে গঙ্গা তটে থাকা অর্থাত্ মুখে অমৃত পানের সমান । গঙ্গা-কিনারে তো গঙ্গাজলই পাওয়া যাবে , না বুঝে মানুষ হরিদ্বারের গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে । বাবা বলেন তোমরা যেখানেই বসো , যদিও বা অসুস্থ হও শুধু বাবাকে স্মরণ করো । স্বদর্শন চক্র ঘোরানোতেই প্রাণ শরীর থেকে বেরোবে । লাগাতার এই অভ্যাস করে যেতে হবে । ওই ভক্তি মার্গের কথায় আর এই জ্ঞানমার্গের কথায় কত রাত দিনের তফাৎ হয়ে যায় । বাবার স্মরণে তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । ওরা তো যুদ্ধের সৈনিকদের বলে - যে যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ ত্যাগ করবে সে স্বর্গে যাবে । বাস্তবে যুদ্ধ এটাই - অন্তর্মনের ভালো-মন্দের লড়াই । ওরা কৌরব -পান্ডবদের সৈন্য -সামন্ত দেখিয়েছে । মহাভারত যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ,কিছুই না । একেবারে ঘোর অন্ধকার , কিছু বুঝতে পারেনা সেইজন্য অজ্ঞানতার অন্ধকার বলা হয়ে থাকে । বাবা আবার আলোর দিশা দেখাতে এসেছেন । ওঁনাকে জ্ঞানের সাগর , জ্ঞানসম্পন্ন বলা হয়ে থাকে । এখন সারা জ্ঞান তোমরা পেয়েছ । ওখানে মূল বতন , যেখানে আত্মারা থাকে , ব্রহ্মাণ্ডও বলা হয়ে থাকে । এখানে রুদ্রযজ্ঞ রচিত হলে বাবার সাথে সাথে তোমাদের-আত্মাদেরও পূজা করা হয় কেননা তোমরা বহুজনের কল্যাণ করো । বাবার সাথে তোমরাও ভারতের অসাধারণ এবং দুনিয়ার সাধারণ রুহানি সেবা করে চলেছ এইজন্য বাবার সাথে তোমাদের-বাচ্চাদেরও পূজা হয় । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার (পরমপিতা পরমাত্মা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মাদের) নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মায়ার ঝড়-ঝাপটা সামলানোর জন্য বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে । আত্মাকে যোগ -অগ্নির শিখায় পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করতে হবে ।

২) বেহদের বৈরাগী হয়ে এই পুরনো দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে । দুনিয়া পরিবর্তিত হচ্ছে, নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য এই দুনিয়াকে ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে নিতে হবে ।

বরদান :- মহান এবং অতিথি - নিশ্চয় বুদ্ধির এই দুই স্মৃতির দ্বারা সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ায় সমর্থ উপ-রম (বৈরাগ্য) ও সাক্ষী ভব ।

উপরাম বা সাক্ষীদ্রষ্টার অবস্থা বানানোর জন্য দুটো কথা মনে রাখতে হবে - প্রথমতঃ আমি আত্মা হলাম মহান আত্মা , দ্বিতীয়তঃ আমি আত্মা এই পুরানো সৃষ্টির বা এই পুরনো শরীরের অতিথি । এই দুটো বিষয় স্মৃতিতে থাকলে স্বত:ই এবং সহজেই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি বা স্বকীয় আকর্ষণ সমাপ্ত হয়ে যাবে । নিজেকে মহান ভাবতে পারলে যে সধারণ কর্ম বা সঙ্কল্প সংস্কারের বশে চলতে হচ্ছে , তা' পরিবর্তিত হয়ে যাবে । মহান আর অতিথি ভেবে চললে মহিমা যোগ্য হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- সকলের শুভ ভাবনা আর সহযোগের বিন্দু দ্বারা বড় কার্যও সহজ হয়ে যাবে ।